দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 01 SEP 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

এসএসসি প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতি সংশোধন করা হচ্ছে

হাসিনা আশরাফ ঃ প্রচলিত এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি সংশোধন করা হচ্ছে। এ খবর বিশ্বস্ত সূত্রের।

আগামী বছরে সংশোধিত আকারে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন সংবলিত পরীক্ষা পদ্ধতি চালু রাখা হলেও ১৯৯৪ সালে এই পদ্ধতি তুলে নেয়া হবে। এবং সিলেবাস ভিত্তিক প্রশ্নপত্র চালু করা হবে। এ বিষয়ে প্রাথমিক খসড়াও তৈরি প্রায় শেষ। শীঘ্রই মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সোমবার চারটি শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানদের সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করা ছাড়াও পরীক্ষা পদ্ধতি সংশোধন বা পরিবর্তন সম্পর্কেও আলোচনা হয়।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, আগামী বছর এসএসসি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে ৫০ নম্বরের স্থলে ৩০ নম্বর থাকবে। ২০ নম্বর থাকবে পাঠ্য বইয়ের নতুন প্রশ্নে। পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রেও বিভাগের পরিবর্তে গ্রেড পদ্ধতি চালু করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। স্কুল রেকর্ড থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক নম্বর পরীক্ষার্থীদের দেবার জন্য প্রতিটি স্কুলকে ক্ষমতা প্রদানের কথাও চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।

জানা গেছে, সংশোধিত মাধ্যমিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে পাসের জন্য প্রচলিত নম্বরেরও পরিবর্তন করা হবে। এ বছর পরীক্ষায় পাসের নম্বর ছিল শতকরা ৩৩ ভাগ। নৈর্ব্যক্তিক

(৭-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা পদ্ধতি সংশোধন করা হচ্ছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রচনামূলক এই দু'ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি চালু থাকা সত্ত্বেও দুটো মিলিয়ে এই নম্বর করা হয়েছিল। পরিবর্তিত পদ্ধতিতে আগামী বছর পাসের জন্য নির্দিষ্ট নম্বর ৪০ কে ৪৫ শতাংশ ধার্য করার কথা চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। নৈর্ব্যক্তিক এবং রচনা পদ্ধতি দুভাবেই পাসের জন্যেও নম্বর নির্দিষ্ট করা হবে বলে জানা গেছে।

নতুন পদ্ধতিতে গোপন প্রশ্ন ব্যাংক চালু করা সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা চলছে। শিক্ষকদের জন্য গোপন প্রশ্ন ব্যাংক চালু করা হবে। প্রশ্নপত্র প্রণেতা ও প্রশ্ন সমীক্ষকরা এই প্রশ্ন ব্যাংক থেকে যাতে প্রশ্ন বাছাই করে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারেন তার ব্যবস্থা রাখা হবে। জানা গেছে, ১৯৯৩-এর এসএসসি পরীক্ষার আর মাত্র ৬/৭ মাস বাকী। তাই স্বল্প সময়ের মধ্যে নতুন কোন পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হলে পরীক্ষার্থীরা অসুবিধায় পড়বেন। এই বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি রেখে সরকার আগামী বছরের এসএসসি পরীক্ষার জন্য বর্ণিত দুই পদ্ধতির মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা নেবার পরিকল্পনা করেছেন। প্রচলিত ৫০০ প্রশ্ন ব্যাংক থেকে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বরের স্থলে ৩০ নম্বর নির্ধারণ এবং পাঠ্য বই থেকে নতুন প্রশ্ন তৈরি করে এর জন্য ২০ নম্বর নির্ধারণ করা হতে পারে। ইতিমধ্যে চারটি শিক্ষা বোর্ডকে আগামী বছরের সংশোধিত পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে জানানো হয়েছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে শিক্ষা দপ্তরের উচ্চ পর্যায়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা গেছে, গত বছরের তুলনায় এ বছরের ফল একেবারে ভিন্নমুখী। গত বছর চারটি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ছিল ৬৪·৯৫ শতাংশ; এ বছর পাসের হার ৬১·৬০ শতাংশ। অর্থাৎ এ বছর পাসের হার কম। অথচ গত বছর প্রথম বিভাগে পাসের হার ছিল ১৩·৬৯ শতাংশ। এবং তৃতীয় বিভাগে পাস করেছিল ৪১·৮৮ শতাংশ পরীক্ষার্থী। এবার প্রথম বিভাগে পাস করেছে ৪৫·৫২ শতাংশ; তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে ১৩·৩৫ শতাংশ। দ্বিতীয় বিভাগের পাসের ক্ষেত্রে তেমন হেরফের হয়নি।

এবারের পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়নেও বিশেষ ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করা গেছে। প্রথমত পাঁচশ প্রশ্ন নির্দিষ্ট করে দেয়ায় পরীক্ষার্থীরা উত্তর আগেই জেনে গেছে। তবুও দেখা গেছে, অনেক প্রশ্নে পরীক্ষকেরা সঠিক উত্তরের যে ক্রমিক নম্বর দেয়া ছিল তার পরিবর্তন করেননি। ফলে প্রশ্নপত্রেই সঠিক উত্তর চলে এসেছে। এছাড়াও অনেক প্রশ্নে উত্তরের ধারাবাহিকতাও সঠিক রাখা হয়েছে। উত্তর এভাবে প্রশ্নপত্রে সংযুক্ত থাকায় পরীক্ষার্থীরা সহজেই এগুলো লিখতে পেরেছে।

পর্যালোচনায় আরো দেখা গেছে রাজধানীসহ শহর কেন্দ্রিক স্কুলগুলো নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে ভালো করেছে। গ্রামের সাধারণ স্কুলগুলো এই পদ্ধতিতে তেমন ভালো ফল করতে পারেনি।